ইউনিট ১১

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও শিখন সামগ্রী প্রস্তুতকরণ

[Development of Curriculum and Instructional Materials in Higher Education]

ভূমিকা

শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের উপায় এবং এই শিক্ষাক্রমের প্রধান কাজ হলো শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করা। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ কর্মকুশলীর কাজ। সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ -এ সকল প্রচলিত ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবতর উদ্ভাবনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা শিক্ষায় নবতর বিষয়ের সৃষ্টি করেছে। এইসব বিষয়ের চাহিদা, বৈশিষ্ট্য, কর্মকাল, তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রম হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক, গতিশীল করে পুনর্গঠন ও নির্মাণ করার একটি রূপরেখা বিশেষ। শিক্ষা একটি জীবনধর্মী গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম এই গতিশীলতা ধরে রাখে এবং ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভে, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে মাতাপিতা, অভিভাবক এবং পরিবেশ অবশ্যই সাহায্য করে। কিন্তু শিক্ষক হলেন এই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক। শিক্ষাক্রমের অবর্তমানে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারেন। শিক্ষাক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে পথ নির্দেশ করে। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কি ও কতটুকু শেখাতে হবে এবং কোন কোন বিষয় হাতে-কলমে শিখবে শিক্ষাক্রমে তার দিক নির্দেশনা অবশ্যই থাকতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন শিক্ষাদান কার্যক্রম শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার অংশবিশেষ।

এই ইউনিটে চারটি পাঠ রয়েছে। প্রথম পাঠে শিক্ষাক্রম কি তার ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পাঠে উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা প্রণয়নের বর্তমান পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পাঠে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন সামগ্রী প্রস্তুতের বর্তমান অবস্থা এবং এর উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১১.১ : শিক্ষাক্রমের ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাক্রম

পাঠ ১১.২ : শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি

পাঠ ১১.৩ : উচ্চ শিক্ষাস্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

পাঠ ১১.৪ : উচ্চ শিক্ষায় শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহার

পাঠ ১১.১ শিক্ষাক্রমের ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ❑ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা

(ক) গতানুগতিক ধারণা

বাংলা ভাষায় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি বা পাঠ্যসূচি শব্দ দুইটি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। আভিধানিক অর্থে পাঠ্যসূচির ইংরেজি হলো সিলেবাস। পাঠ্যসূচি বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উপযোগী পঠিতব্য কোন শাস্ত্রের নির্বাচিত বিষয়ক্ষেত্র (content area) যাকে মূল্যায়ন ক্ষেত্র হিসেবে সীমিত রাখা হয়। ইংরেজি, বাংলা, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের এরূপ নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে পাঠ্য হিসাবে ধার্য করা হয়। এটাই মূলত পাঠ্যসুচি বা সিলেবাস (syllabus) ।

অন্যদিকে Curriculum শব্দটি এসেছে ল্যাটিন কুরিয়ার (currere) শব্দ থেকে। ল্যাটিন শব্দটির প্রকৃত অর্থ running বা দৌড়। কুরিয়ারের অর্থকে বিশে- ষণ করলে দৌড়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ধারণা ব্যক্ত হয়। শিক্ষার্থী যাতে নানা বিষয় শিক্ষালাভ করে পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার জন্যই শিক্ষক তাকে সাহায্য করে মাত্র। নানা বিষয় শিক্ষালাভের সঙ্গে দৌড়ের তুলনা করা হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে শিক্ষাক্রম বা Curriculum কে বলা হয়েছে,

> "A course of study laid down for the students of a university or schools or in a wider sense, for schools of certain standard''.

এখানে লক্ষণীয় যে, শিক্ষাক্রম বলতে বোঝাচ্ছে 'A course fo study' যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা অন্য কোন নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করা হয়ে থাকে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা আজও আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিদ্যালয়ে বিদ্যমান।

(খ) আধুনিক ধারণা

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে নতুন ও ব্যাপক ধারণাটি পরিবর্তনশীল জীবন ও অনুরূপ পরিবর্তনশীল শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষার্থী যাতে তার বয়স, রুচি অভিরুচি, প্রবণতা ও সামর্থ অনুসারে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি বিধানে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করেই শিক্ষা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবী বাস্তব জীবনের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। তাছাড়া

শিক্ষার্থী নিজ নিজ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে অনেক কিছু শিখে থাকে। এই শেখার কাজে প্রধান সহায়ক হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। শেখার ও শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজন যথা শিক্ষার্থীর সাহস, বুদ্ধি, অনুভূতিশীলতা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং কৃষ্টিগত সম্পদের উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপরোক্ত সবকিছুই শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গ বিবেচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত শিক্ষাবিদ পেনির (Payne) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> Curriculum consists of all the situations that the schools may select and consciously organize for purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour change in them.

অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূলে বিদ্যালয় যে শিক্ষাসূচি ধার্য করে তাদের সমবায়কে আধুনিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলা হয়। তেমনি পার্সি নান (Percy Nunn) শিক্ষাক্রমের ব্যাপক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন। অন্যদিকে A. N. Whitehead বলেছেন,

শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা

> "There is only one subject matter for education and that is life is all its manifestations''.

কার বলেছেন,

> All learning which is planned or guided by the school whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school.

সেলার ও আলেকজান্ডার শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বলেছেন,

> All the efforts of the schools to influence learning of the pupils carried out in the classroom, playground or outside the school.

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা,

> The curriculum is the offering of socially valued knowledge, skills and attitudes made available to students through a variety of arrangements during the tenure they are at school, college or university.

উপরোক্ত ধারণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাক্রম শিক্ষকের পাঠদান কর্মসূচির অনুকূলে তালিকাভুক্ত কতকগুলো পাঠ্যপুস্তক ও বিষয় মাত্র নয়। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমাজসত্ত্বার অনুকূলে তার দেহ মনের সার্বিক বিকাশের জন্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিষয়পুঞ্জের সমষ্টি।

শিক্ষাক্রমের শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক জীবন ধারার বিচিত্র প্রয়োজনে শিক্ষা যেমন নানা স্তরে বিভক্ত, শিক্ষাক্রমেও তেমনি নানা প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়, যেমন- (১) বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Subject-Centred Curriculum), (২) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Activity Centred Curriculum), (৩) অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Experience Based Curriculum), (৪) সমন্বিত শিক্ষাক্রম (Integrated Curriculum)।

১। বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Subject-Centred Curriculum): এটি গতানুগতিক শিক্ষাক্রম এবং মূলত বিষয়ভিত্তিক। এটি সবচেয়ে পুরাতন। এর শিক্ষাক্রম সংগঠন ও বিন্যাস করার ধরনও সকলের দিক থেকে মোটামুটি জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। এই শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য হল সহজ থেকে কঠিন বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়া, সমগ্র থেকে অংশের দিকে প্রসারিত হওয়া, প্রয়োজনের তাগিদে শিখনের কাজ চলে এবং সময়ানুক্রমিক বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন। তবে এই ধরনের শিক্ষাক্রমে নানা সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন- বিষয় কেন্দ্রিকতা, সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, অন্যান্য শিক্ষা মাধ্যম অবহেলিত, বৃত্তি ও কারিগরি প্রয়োজনীয়তার অনুপস্থিতি, বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ব অনুপস্থিত ইত্যাদি।

২। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (Activity Centred Curriculum): কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম নানা দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। মনোবিজ্ঞানীরা এবং সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে আমরা সকলেই দেখতে পাই যে, সক্রিয়তাই শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা। কর্মের ভিতর দিয়েই তার ইচ্ছা, অনুভূতি, প্রবণতা ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কর্মের মাধ্যমেই তার অন্তর্নিহিত চাহিদা পূরণ হয়, কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, সে তার চতুস্পর্শ সম্পর্কে আরও জানতে চায়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন রুশো, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরী, ডিউই প্রমুখ চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ মনীষীবৃন্দ।

জন ডিউই (Dewey) বলেন, Activity curriculum is a continuous stream of childs activities unbroken by systematic subjects and springing from the interests and personally felt need of the child. তিনি আরও বলেছেন, "Activity is the salt of child's life"। এই বিষয়ে রুশো (Rousseau) বলেছেন, “Instead of making the child stick to his books, I keep him busy in the workshop, where his hands will work to the profit of his mind ”।

৩। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Experience Based Curriculum): মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের অভিজ্ঞতার তিনটি ক্ষেত্র বিদ্যমান, যথা- বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain), প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective Doamin) এবং মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)। মানুষ মাত্রেই যে ধরনের বা যত প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করুক না কেন, তাদেরকে উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়। তবে এ কথা ঠিক যে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আসে। তা হলে অভিজ্ঞতা আসে কর্মসম্পাদন থেকে এবং কর্মভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ফল হলো অভিজ্ঞতা অর্জন। তাই আদর্শগত বিচারে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম আর অভিজ্ঞতাধর্মী শিক্ষাক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষাক্রম কর্মভিত্তিক হলেই কার্য হবে অভিজ্ঞতা ধর্মী।

৪। সমন্বিত শিক্ষাক্রম (Integrated Curriculum): বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান পরিবেশন। যে জ্ঞান অনুধাবনের মাধ্যমে বাঞ্ছিত অভ্যাস, দক্ষতা ও জীবনাদর্শ গড়ে উঠবে। শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন। শিক্ষার প্রথম স্তরে যদি শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক হয় তা হলে পরবর্তী স্তরে বিশেষীকরণের (Specialisation) প্রক্রিয়াও সার্থক হবে। জ্ঞান যদিও এক ও অখন্ড, তবুও জ্ঞানের ভাবধারা ও ক্ষেত্রগুলো নানা স্তরে বিভক্ত। যেমন- প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হলো মানুষ। তাঁর হাব-ভাব চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, আদর্শ ও নীতি জ্ঞান, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি বিদ্যমান। এই মানবিক জ্ঞান বিকাশের জন্য প্রয়োজন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কলা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রয়েছে সমাজ ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন- ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, যাদেরকে আমরা সমাজবিজ্ঞান বলে থাকি। তাছাড়াও রয়েছে প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science) যার মধ্যে রয়েছে বিচিত্র সব বিজ্ঞানের বিষয়। আধুনিক শিক্ষাবিদরা এইভাবে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের স্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই আর্ন্নার, সি, বইনিং এবং ডেভিড এইচ বাইনিং বলেন,

> Integration means the creation of units of understanding that consists of integrated materials of instruction from several fields, in order to present a whole picture of a phase of knowledge rather than part.

এর দ্বারা জ্ঞানের যে কোন ধাপ এর অংশ নয় পরিপূর্ণ চিত্র সহজেই পাওয়া যায়। সমন্বিত শিক্ষাক্রম সংগঠনের সময় কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য না করে মৌলিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ঐ অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ চিত্রটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয় এবং এটাই হলো আধুনিক শিক্ষাক্রমের মূলবক্তব্য। ১৯৮২ সালে ইউনেস্কো সমন্বিত শিক্ষাক্রমের যে সাধারণ সংজ্ঞাটি প্রদান করে তা হলো,

> Conventionally, the term 'curriculum integration` was used to denote combining two or more subjects to form a meaningful learning area that would help effective integration of learning experiences in the learner.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। "শিক্ষায় বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন" এটি কার উক্তি ?
- (ক) পারসি নান
- (খ) হোয়াইটহেড
- (গ) জন ডিউই
- (ঘ) মন্টেসরী

২। "Activity is the salt of child's life" এটি কার বক্তব্য ?
- (ক) রুশো
- (খ) পেনি
- (গ) জন ডিউই
- (ঘ) ফ্রোয়েবেল

৩। কুরিয়ার (Currere) শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
- (ক) গ্রীক
- (খ) ল্যাটিন
- (গ) জার্মান
- (ঘ) হিব্রু

৪। কোন ধরনের শিক্ষাক্রমের গ্রহণযোগ্যতা বেশি?
- (ক) কর্মকেন্দ্রিক
- (খ) অভিজ্ঞতাধর্মী
- (গ) সমন্বিত
- (ঘ) বিষয়ভিত্তিক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিন।
২. বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাক্রমের উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষাক্রমের আধুনিক ও গতানুগতিক ধারণার পার্থক্য নির্দেশ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম কি ? ব্যাখ্যা করুন।
২. বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ।

পাঠ ১১.২ শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতির বিবরণ দিতে পারবেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছিল যা নিম্নরূপ –

- রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং দর্শনের প্রভাব
- সভ্যতার উৎস হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়
- বৌদ্ধিক কর্মকান্ড (Intellectual Adventure)
- সমন্বিত জীবন ধারা
- বিচক্ষণতা ও জ্ঞান
- সামাজিক ধারার উদ্দেশ্য
- জীবনের উন্নত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা
- সমাজ ও নতুন কোন পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করা বা খাপ খাওয়ানো
- নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়া
- সাংস্কৃতিক ঐক্য
- অতীতের সমালোচনামূলক গবেষণা (Study)

কমিশনের চিহ্নিত এগারটি উদ্দেশ্য এই পঞ্চাশ বছর পরেও মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। যদিও এর মধ্যে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা নানাবিধ এবং শিক্ষাক্রমের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। শিক্ষাক্রমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিচে উল্লেখ করা হল:

- যে বিষয় ও জ্ঞান সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে সনাক্ত করা।
- সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিন্যাস করা।
- শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ও ধারণক্ষমতা অনুসারে কাজের মাত্রা ঠিক করা।

- সনাক্তকৃত বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন -এই নীতি অনুসারে বিন্যাস করা।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করা।
- বিষয়বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক, ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় বিধান করা;
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নত করার নিমিত্তে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করা।
- বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মমুখী অভিজ্ঞতা প্রদানের পথ প্রশস্ত করা।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি

শিক্ষাতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত শিক্ষার সর্বসম্মত পাঠক্রম নির্ণয়। একটি সমাজে মানব সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন অর্থাৎ নাগরিকদের জীবন বাস্তবধর্মী শিক্ষাক্রমের উপর নির্ভর করে। কাজেই শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় কতকগুলো সর্বসম্মত নীতি অনুসরণ করতে হয়।

শিক্ষাক্রম হবে জীবনমুখী ও উদ্দেশ্যভিত্তিক

১. একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করে সে দেশের দর্শনের উপর এবং সে দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষাক্রম শিক্ষা দর্শনের বিচার বিশে- ষণের উপর নির্ভরশীল। একটা ব্যক্তিসহ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, অগ্রগতি, নাগরিকের বক্তিসত্ত্বা ও সমাজসত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি ও সংহতি সবকিছুই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাক্রমের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক বিষয়গুলো হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক ও জীবনমুখী। শিক্ষাদর্শন শিক্ষাক্রমের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষাক্রম ও দায়িত্বশীল নাগরিক

২. আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাক্রমের একটা সামাজিক ভিত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ আবার সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ। তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সার্থক ও ফলপ্রসূ পাঠ্যসূচি। যে সমাজে শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই সমাজের মাঝেই সে বেড়ে উঠে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে গড়ে উঠে। ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষার্থী হবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের চাহিদা ও পরিস্থিতি বিচার করে সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে। শিক্ষাক্রমে এসবের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন

৩. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমকে হতে হবে ব্যক্তির চাহিদাকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হয়েছে কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম মানুষকে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে। শিক্ষা যে অখ — এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান শিক্ষাক্রমে তার স্বীকৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষাক্রমের বিষয়ের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না হয়ে ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম সংগঠন এবং বিষয় পরিবেশন বা শিখন পদ্ধতিতে যতদূর সম্ভব অনুবন্ধনীতি অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষাক্রমে অবশ্যই শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা থাকতে হবে।

শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপক ধারণা

৪. শিক্ষাক্রম কেবলমাত্র যে গতানুগতিকভাবে শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বিষয়ের অবতারণা করা তা কিন্তু নয়। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপক ধারণা প্রদান করে। যেমন- শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে, শ্রেণীকক্ষে, পাঠাগারে, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে, শিক্ষকের সঙ্গে মেশার ফলে সে বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামগ্রিকভাবে সেই অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে শিক্ষাক্রম বলা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় জীবন অভিজ্ঞতাই শিক্ষক্রম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই হোক না তা শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন স্তরকে স্পর্শ করে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনে তাকে সাহায্য করে।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী

৫. অতীতে পঠন পাঠনের পুঁথিগত বিষয়গুলো ব্যতিরেকে সকল শিক্ষণীয় কর্মসূচি বহি: পাঠক্রমিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হতো। খেলাধুলা, নাচ-গান, নাটক, চারু ও কারুকলা, শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কোনদিনই শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। এগুলোকে বলা হতো বহি:পাঠক্রমিক কার্যাবলী(extra curricular activities)। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় যখন শিক্ষাক্রমের ধারণা ও অর্থ ব্যাপক হলো তখন বহি:পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে সহপাঠক্রমিক (Co-curricular Activities) কার্যাবলী হিসেবে পরিগণিত হলো। এখন সহপাঠক্রমকি কার্যাবলীকে পাঠক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই ধরা হয়। শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনের জন্য এই সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার্থীর আশা-আকাঙ্ক্ষা

৬. শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যাতে করে শিক্ষার্থীরা পঠন-পাঠন ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কর্মে যোগ্যতা অর্জন করবে এবং অবসর জীবনযাপনের শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষাক্রমে অবসর বিনোদন শিক্ষার ও যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। সৃজনশীল ও আনন্দদায়ক নান্দনিক কর্মসূচির দ্বারা সময়কে কিভাবে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, তার মোটামুটি একটা কর্মসূচিও এই শিক্ষাক্রমে স্থান পাবে। শিক্ষাক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, রুচি, বিভিন্ন শখ, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়ে তার জীবনকে সার্থক ও আনন্দমুখর করে তুলতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিশেষ বিশেষ বিবেচ্য দিক আছে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ উপরে বর্ণিত মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সমকালীন জীবনের বিশেষ চাহিদাগুলোকেও শিক্ষাক্রম রচনার বিবেচ্য দিক হিসাবে সক্রিয় ভাবে বিবেচনা করে থাকেন যা এখানে উল্লেখ করা হলো :

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ;
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও মৌলিক ক্ষমতার বিকাশ;
- পরিবেশগত সচেতনতার বিকাশ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয়তাবাদ জোরদারকরণ;
- মূল্যবোধের বিকাশ সাধন;
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশসাধন;
- আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। ১৯৪৮ সালের ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান কয়টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছিলেন?

(ক) ৭
(খ) ৯
(গ) ১১
(ঘ) ১২

২। শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষাক্রমের যে কার্যাবলী পরিচালিত হয় তাকে কি বলে আখ্যায়িত করা হয়?

(ক) বহি: পাঠক্রমিক কার্যাবলী
(খ) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী
(গ) সাধারণ কার্যাবলী
(ঘ) অন্ত: পাঠক্রমিক কার্যাবলী

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে মূল বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

২. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও কাজের উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। গ ২। খ।

পাঠ ১১.৩ উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ❑ বিভিন্ন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও পদ্ধতির উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতির বিবরণ দিতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তিত না থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত বিধান করা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে সর্বদা তাদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি সমূহকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে, যাতে এদেশের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটাতে পারে বুদ্ধিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্রই আমাদের শিক্ষার ও শিক্ষাব্যবস্থার সুনাম অব্যাহত থাকে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এমন ধারার শিক্ষাসূচি তৈরি করবে যা সময়োপযোগী এবং সামাজিক চাহিদা মেটাতে সমর্থ। শিক্ষাসূচিতে যাতে করে আমাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে তাদের ব্যবহার, নিজেদের চাহিদা অনুসারে বিদেশী প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা শিক্ষাসূচিতে স্থান পেতে হবে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্র প্রাণীতত্ত্ব এবং খনিতত্ত্বের অধ্যয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে পল-ীর অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে। শিল্প ব্যাপারে সৌরশক্তি, বাতাসশক্তি ও মহাসাগরীয় শক্তি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হতে হবে। বর্তমানে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অবশ্যই সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের যথাযথভাবে অবহিত থাকতে হবে। সংবাদপত্র, বেতার, তথ্য প্রযুক্তি, চলচ্চিত্র, গণসংযোগের সকল ক্ষেত্রে কাজের জন্য এমন ধরনের লোকের প্রয়োজন যাঁরা কেবল সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের নৈপুণ্যের অধিকারী হবে না, উপরন্তু ব্যাপক সাধারণ শিক্ষার অধিকারীও হবে এরকম ব্যবস্থা শিক্ষাক্রমে থাকতে হবে।

জ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা ও সম্মুখ অভিমান বিশ্ববিদ্যালয়েই হবে

আমাদের শিক্ষাক্রমে প্রায়োগিক দিকে দৃষ্টি রাখা যেমন প্রয়োজন, উচ্চ শিক্ষায় তেমনি তাত্ত্বিক দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে যাতে জ্ঞান আহরণে ও বিতরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে না হয়। মৌলিক, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়েই উচ্চ শিক্ষা জীবিকা অর্জনে সহায়ক হবে। অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, মানব মনে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি উচ্চ শিক্ষায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রমে এসবের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা ও সম্মুখ অভিযান বিশ্ববিদ্যালয়েই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। উন্নতমানের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রাপ্ত বেশকিছু ডিগ্রীধারী ব্যক্তির প্রয়োজনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের থেকেই ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স রয়েছে। বেসরকারীভাবে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করেছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি পেয়েছে সেগুলোর গুণগত মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের চাহিদা মিটাবার জন্য দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করার ব্যবস্থা শিক্ষাক্রমে থাকতে হবে।

বিভিন্ন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও পদ্ধতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০টি অনুষদের অধীন ৪০টিরও বেশি বিভাগ আছে। তাছাড়া ৮টিরও বেশি ইনস্টিটিউট আছে। প্রতিটি বিভাগের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য একাডেমিক কমিটি আছে। বিভাগের প্রায় প্রতিটি শিক্ষকই এই একাডেমিক কমিটির সদস্য। সেখান থেকেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের ও বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়। তবে তা কমিটি অব কোর্সেস এন্ড স্টাডিজের সভায় চূড়ান্ত করা হয়। এই কমিটিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহি: সদস্য থাকেন। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাক্রম পরে সংশ্লিষ্ট অনুষদের মাধ্যমে পাস হয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হয়। এই একাডেমিক কাউন্সিল বা শিক্ষা পরিষদ সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমোদিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন অনুষদের যতগুলো বিভাগ আছে তার প্রতিটির শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি অবশ্যই এই অনুষদের মাধ্যমেই আসতে হয়। অনুষদের সভায় সংশ্লিষ্ট ডীন সভাপতিত্ব করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ এই অনুষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেন এবং অনুষদের অধীন অন্যান্য বিভাগের শিক্ষাক্রমের উপর তাঁদের মন্তব্য পেশ করতে পারেন। এই নীতি ও পদ্ধতি প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ব্যাপারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত। যদিও নতুন কোন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব অনুমতি নিতে হয়, কেননা নতুন কোন বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে এর জন্য বাজেটের ব্যবস্থা থাকতে হয়। ইনস্টিটিউটসমূহ একইভাবে এবং একই পদ্ধতিতে তাদের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মধ্যে শিক্ষক বিনিময়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি অনুষদে ৪০টিরও বেশি বিভাগ আছে এবং ৫টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট তাদের নিজ নিজ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে একই নীতিমালা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় একই নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণের ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির মধ্যে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না এবং সেগুলো মেটামুটিভাবে একই ধরনের বলে তা তুলনাযোগ্য। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ নামে একটি সংস্থা আছে তা সাধারণত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমস্যাবলী এবং প্রয়োজনে একাডেমিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদকে আরও শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক আরও জোরদার হতে পারে। ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক 'এক্সচেঞ্জের' বিষয়টি আরও সহজ হবে। শিক্ষক 'এক্সচেঞ্জের' বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত এতে করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের বিভাগগুলোর শিক্ষাক্রমের মধ্যে যদি কোন বৈষম্য থাকে তবে তা একই পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। শিক্ষক বিনিময়ের মেয়াদ যতই স্বল্পকালীন হোক না কেন তার থেকে বেশকিছু সুফল পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন নীতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষক সংখ্যা যথেষ্ট না থাকায় তাদের বিষয়ওয়ারী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি আছে, যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কমিটিতে ৭ থেকে ১০ জন সদস্য থাকেন। ডিগ্রী পাস কোর্সের (যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি কলেজে পাঠদান করা হয়) জন্য বিষয়ভিত্তিক কমিটি আছে। অনার্স (যা ১৪০টি কলেজে পড়ানো হয়) এবং মাস্টার্স ১ম পর্ব ও ২য় পর্বের কোর্সের (যা প্রায় ৭০টি অধিভুক্ত কলেজে পড়ানো হয়) জন্য বিষয়ভিত্তিক ভিন্ন কমিটি আছে। কমিটিগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত বিধায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি, পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা অনেক ক্ষেত্রে দূরীভূত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের অনার্স কোর্সকে চার বছরে উন্নীত করা হয়েছে; ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে প্রায় একই পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের ও বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ও বিষয়ের শিক্ষাক্রমের সমপর্যায়ে আসলেও একমাত্র পঠন-পাঠনের দুর্বলতার কারণে অধিভুক্ত কলেজের ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের অনেক বেশি হেরফের হয়ে যায়। এই দুর্বল পঠন-পাঠনের নানাবিধ কারণ আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সনাক্ত করা হলো। যেমন- উপযুক্ত, যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ও অব কাঠামোর অভাব, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গবেষণাগারের অভাব। তাছাড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত মোটেই সন্তোষজনক নয়। ফলে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের 'পারফরমেন্সের' মধ্যে বিরাট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার মানের এই তারতম্য রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে যা করা যায় তা হলো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু অভিজ্ঞ ও ভাল শিক্ষককে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে সামান্য কিছু সম্মানীর বিনিময়ে ভিজিটিং শিক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুরোধ জানান যায়। বিভিন্ন কলেজে তাঁদের অবস্থান স্বল্পকালীন হলেও তাতে পঠন-পাঠনের মান বেশ উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষক বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। বিভিন্ন বিভাগের ও বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ কোনটি আরম্ভ করে?

(ক) একাডেমিক কমিটি
(খ) একাডেমিক কাউন্সিল
(গ) সংশ্লিষ্ট অনুষদ
(ঘ) প্লানিং কমিটি

২। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের পার্থক্যের মূল কারণ কোনটি?

(ক) অবকাঠামোর অভাব
(খ) গ্রন্থাগারের অভাব
(গ) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব
(ঘ) পঠন-পাঠনের নিম্নমান

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়- বর্ণনা করুন।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম কিভাবে প্রণয়ন করা হয়- ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর:

অ) ১। ক ২। গ।

পাঠ ১১.৪ উচ্চশিক্ষায় শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ শিখন সামগ্রী কি তা বলতে পারবেন;
- ❑ শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ শিখন সামগ্রী প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

পাঠ্যাংশ

শিখন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর এর সফল বাস্তবায়নের জন্য শিখন সামগ্রী(Instructional Materials) একান্ত প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহে বিভিন্ন ধরনের শিখন সামগ্রী সহজলভ্য এবং শ্রেণীকক্ষগুলো বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ দিয়ে প্রায় সজ্জিত থাকে। কিন্তু আমাদের মত উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশে আর্থিক সঙ্কটের কারণে শিখন সামগ্রীর অভাব দারুণভাবে অনুভূত হয়। এদেশে শিখন সামগ্রী বলতে একমাত্র পাঠ্যপুস্তককেই বোঝায়। দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা এই বইটি পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না, কাজেই তাদের পক্ষে একাধিক বই কেনা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তুচয়ন ও বিন্যাসের পরবর্তী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো শিখন সামগ্রী প্রণয়ন। শিখন সামগ্রী কি, এর প্রকার ভেদ, শিখন সামগ্রীর গুরুত্ব, কার্যকর শিখন কার্যক্রম প্রণয়ন, শিখন সামগ্রীর গুণাবলী এবং এগুলোর উপস্থাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম প্রণেতার সম্যক জ্ঞান ও ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন একক শিখন সামগ্রী দিয়ে সকল চাহিদা পূরণ করে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। তখন একগুচ্ছ সামগ্রী প্রণয়ন করার প্রয়োজন পড়ে। শিক্ষার্থীর বয়স, শিখন চাহিদা, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষা গ্রহণের সময় ইত্যাদি বিবেচনা করে শিখন সামগ্রী উপস্থাপন রীতি প্রণয়ন করতে হয়। তাছাড়া প্রণীত শিখন সামগ্রীগুলো যথার্থ হয়েছে কিনা তাও বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় ।

শিখন সামগ্রী কি এবং এর গুরুত্ব কি?

সার্থক ও কার্যকর শিখনে যে সকল শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন হয় তাদেরকেই শিখন সামগ্রী বলা হয়। এসব শিখন সামগ্রীর মধ্যে উলে- খযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক, ওয়ার্ক বুক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, তথ্যপুস্তক, চকবোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, ম্যাপ, চার্ট, বস্তু, নমুনা, মডেল ও অন্যান্য নানারকম শিখন-শেখনো সহায়ক উপকরণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। তাছাড়াও অধুনা শিখন-শেখানোর কাজে ভিডিও ক্যাসেট, টিভি, মাইক্রোফিল্ম, পাইড প্রজেক্টার, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদিও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে, শিক্ষাকে সফল ও সার্থক করতে, পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পাঠ্যপুস্তকের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হয়। কেননা এখানকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন মতো অতিরিক্ত বই কিনতে পারে না, ফলে শিক্ষাপোযোগী প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য সাহায্যকারী বই

প্রকাশকেরা প্রকাশ করে না। শিক্ষার যে কোন পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে শিখন সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্পৃহা বৃদ্ধি পায় না এবং পাঠ্যাভাস গড়ে উঠে না। ফলে তাদের শিক্ষার মান কোনক্রমেই সন্তোষজনক হয় না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন সামগ্রীর স্বল্পতাহেতু শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা স্তরে ডিগ্রী পাস কোর্স পর্যন্ত বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষা বাংলায় রচিত হলেও, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে। ইংরেজি ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলো সহজ পাঠ্য ও সহজলভ্য না হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহজভাবে বাংলায় লিখিত বই, নোটবই ও গাইড বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে তাঁদের শিক্ষার মানোন্নয়নের কোন সুযোগই থাকে না। তাছাড়া জাতীয় বিশ্বিবিদ্যালয় অধিভুক্ত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর শিক্ষার মান নিচু হওয়ার একটি কারণ পাঠোপযোগী যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তকের অভাব। সেখানকার গ্রন্থাগারগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় ধুলাবালির পুরুস্তর, পাঠ্যপুস্তকের দুস্প্রাপ্যতা, পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের তহবিলের স্বল্পতা, এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের উচ্চশিক্ষার মানের ক্ষেত্রে নিতান্তই এক দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে। কোনক্রমেই তা কাম্য হতে পারে না। গ্রন্থাগারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক, ব্যবহারিক পুস্তক, রেফারেন্স বই না থাকলে এবং একে আকর্ষণীয় করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা সেখানে কোনদিনই যাবে না। ফলে উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন করা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কাজেই শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন যোগ্য, অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন তেমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের সমাবেশ ঘটিয়ে সমৃদ্ধশালী করা আরও বেশি প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় কেন

অন্য একটি শিক্ষোপকরণ যা অতি সস্তা, সহজলভ্য এবং বহুল ব্যবহৃত তা হলো চকবোর্ড। পূর্বে যাকে ব্লাকবোর্ড বলা হত তা এখন চকবোর্ডে পরিণত হয়েছে। কেননা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের রং এর বোর্ড পাওয়া যায়, যেমন- সবুজ বোর্ড, সাদা বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদি। চকবোর্ডকে কেউ কেউ শ্রেণীকক্ষের সিনেমা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ৪৫ মিনিটের একটি পিরিয়ডে শ্রেণীকক্ষে অবস্থিত একটি বোর্ডে কত কি যে ঘটে যায় তা শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলেই অবহিত আছেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখা হয়, ছবি আঁকা হয়, মানচিত্র আঁকা হয়, তাছাড়াও জীবজন্তুর ছবি, ফুলের ছবি, বিদ্যুৎ প্রচলনের সার্কিট, ডায়াগ্রাম, আরও কত কি যে আঁকা হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া রঙ্গীন চক ব্যবহার করে বোর্ডে অঙ্কিত চিত্রাদিতে হরেক রকমের রং চড়ানো হয়, ফলে কুৎসিৎ বোর্ডটিও অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর মনকেও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। চকবোর্ডের বহুল ব্যবহার শিক্ষার সকল স্তরের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যদিও উন্নত দেশসমূহে চকবোর্ডের ব্যবহার কিছুটা কমে গেছে এবং তার স্থান দখল করেছে প্রজেক্টর ও অডিও ভিসুয়াল শিক্ষা উপকরণ। আমাদের দেশেও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির ও অন্যান্য সম্মেলনে 'ওভার হেড প্রজেক্টর' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশে চকবোর্ডের মত সস্তা ও সহজলভ্য শিক্ষা উপকরণের কোন বিকল্প নেই।

চকবোর্ডের গুরুত্ব

শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য

অতীতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের শিখন সামগ্রী যেমন পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানের কাজ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে এই সব শিখন সামগ্রী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং

এইসব সামগ্রী একটি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে শিখন সামগ্রীর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল:

১. উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পাস শ্রেণীতে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা থাকতে হবে। কিভাবে পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই তা অনুসরণ করতে পারে সেখানে তার দিক নির্দেশনা থাকবে। সেই সঙ্গে আরও কি কি সম্পূরক শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে বা করতে হবে তারও উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. শিক্ষক নির্দেশিকার শুরুতে, শিক্ষক যে বিষয় ও অধ্যায়ের উপর পাঠদান করতে যাচ্ছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য, আচরণিক উদ্দেশ্য এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে হবে। কোন পাঠ উপস্থাপনের জন্য কি কি কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে শিক্ষক নির্দেশিকার মধ্যে তা থাকতে হবে। শিক্ষক সেখান থেকে বেছে নিবেন কোন কৌশল বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে তিনি পাঠটি সার্থক ও ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

৩. শিক্ষক নির্দেশিকায় কিছু রেফারেন্স বইয়ের নাম থাকতে হবে এবং শিখন সামগ্রীতে কিছু না কিছু নবতর দিক অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এতে করে শিক্ষকের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা ও পাঠদানের ক্ষেত্রে কিছু নবতর ধ্যান ধারণার অবতারণা হবে।

শিক্ষক নির্দেশিকার গুরুত্ব

৪. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করতে হবে এবং তা নিরাময়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকায় দিক নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এসব কার্যাদি সম্পাদনের জন্য মূল্যায়নের কিছু কলাকৌশল এই নির্দেশিকায় থাকতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষা কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে যৌথভাবে করতে হয়। শিক্ষার্থী পুরোপুরিভাবে শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারল কিনা তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায় না, ফলে সে দিনে দিনে পিছিয়ে পড়ে এবং পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর আসতে চায় না। এটি শিক্ষার সকল স্তরে ঘটে থাকে।

শিখন সামগ্রী প্রণয়ন নীতি

উচ্চস্তরে শিক্ষার গুণগত মান, তথা শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নের যতগুলো হাতিয়ার আছে, তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হলো পাঠ্যপুস্তক এবং সাহায্যকারী পুস্তক। শিক্ষার্থীর উপযোগী, গুণগত মান সম্পন্ন, নির্ভুল ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া শ্রেণী পাঠকে সহজ, বোধগম্য, কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় লাগসই শিক্ষোপকরণ এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষককে পারদর্শী করতে হলে শিক্ষক নির্দেশিকা বা শিক্ষক সহায়িকা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব শিখন সামগ্রী প্রণয়নের জন্য নানা ধরনের নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। বিষয়বস্তুর চয়ন ও বিন্যাস করণের পর অন্যতম একটি কাজ হলো শিখন সামগ্রী রচনা করা। আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শিখন সামগ্রী রচনা করার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নীতিমালা আছে বলে মনে হয় না। মানবিক বিভাগের বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তক বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশকদের এখতিয়ারভুক্ত। সেখানে পাঠ্যপুস্তক রচনাকারী ও প্রকাশকদের মধ্যে ব্যবসায়ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান ও মূল্যের ব্যাপারে কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে পাঠ্যপুস্তকগুলোর গুণগত মান ও মূল্য যাই হোক না কেন কারও কিছু বলার থাকে না। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তকই ইংরেজি ভাষায় রচিত এবং এদের প্রকাশকও বিদেশী হওয়ায়; তা সহজলভ্য নয় এবং এর মূল্যও আমাদের দেশের

শিখন সামগ্রী প্রণয়নের নীতিমালা

শিক্ষার্থীদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাজেই শিখন সামগ্রী প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশেরই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই লাভবান হতে পারে।

শিখন সামগ্রীর পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন

প্রথমে পরিকল্পনা নিতে হবে এবং শিক্ষাক্রম সুনির্দিষ্ট করতে হবে। পরে উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করে এর যথাযথ বিন্যাস সাধন করতে হয়। এই শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন শিখন সামগ্রী অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তক, শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তদানুসারে বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ আরম্ভ করতে হয়। এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও লেখকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পাণ্ডুলিপির খসড়া তৈরি হলে তা প্রাক-মূল্যায়ন করা উচিত এবং এই মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে পাণ্ডুলিপির যথাযথ সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার ব্যবস্থা নিতে হয়। পরে মুদ্রণ ও বিতরণের কাজ যথারীতি চলতে থাকে।

উচ্চ শিক্ষায় শিখন সামগ্রীর অপ্রতুলতা

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই তিনটি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের গুণগতমান ও মূল্য এই সংস্থাটি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী বেসরকারি প্রকাশকরা তাদের নিজ দায়িত্বে প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিতরণ সবকিছুই করে থাকে। ফলে এই স্তরের শিখন সামগ্রীর সংখ্যাও যেমন কম, এদের মূল্যও তেমনি বেশি। ফলে এই শিখন সামগ্রীর স্বল্পতাহেতু উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলা একাডেমি ইতোমধ্যে উচ্চ শিক্ষায় বেশকিছু পাঠ্য ও সাহায্যকারী পুস্তক প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া বেশকিছু সংখ্যক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কাজেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের অভাব কিছুটা হলেও বাংলা একাডেমি পূরণের চেষ্টা করছে। তাছাড়া ঢাকা নগরীর বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত গ্রন্থাগারটিও উচ্চ শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট। তবে মফস্বল শহরের বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজ ও মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীরা এসকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই জন্যই উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে নগর, শহর, উপ-শহর ও পল্লী অঞ্চলের মধ্যে এক চরম বৈষম্য বিরাজ করছে।

শিখন সামগ্রী প্রণয়ন কালে আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট, প্যারিস নিম্নবর্ণিত দিকগুলোর গুরুত্ব আরোপ করেছেন:

১. **সঠিক, বিশুদ্ধ ও নিখুঁত তথ্য পরিবেশন:** পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত তথ্য সাম্প্রতিক ও নির্ভুল হতে হবে।

২. **অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ধারাবাহিক বিন্যাস:** বিষয়বস্তু পরিবেশনে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম রক্ষা করতে হবে। সাধারণভাবে সহজ থেকে কঠিন, মূর্ত থেকে বিমূর্ত অথবা বিশেষ থেকে সাধারণ ইত্যাদি নীতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়।

৩. **বাস্তবসম্মত ও ব্যবহারযোগ্যতা:** বিষয়বস্তু হবে বাস্তবসম্মত, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও আনন্দদায়ক।

৪. **স্পষ্টতা ও অর্থপূর্ণতা:** বিষয়বস্তুর দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতা পরিহার করার জ্ঞান ও দক্ষতা যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে তার প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।

৫. **শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন:** পাঠ্যপুস্তক পরিবেশিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীর পরিমন্ডলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. **ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিহার:** পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিহার করতে হবে এবং নৈতিক ও ধর্মীয়বোধে আঘাত থাকতে পারে এরূপ বিষয় বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। ডিগ্রী পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলো কার নিয়ন্ত্রণে প্রকাশিত হয়?

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
(খ) বেসরকারি প্রকাশক
(গ) পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি
(ঘ) উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

২। উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে?

(ক) শিশু একাডেমি
(খ) সরকারি প্রকাশনা সংস্থা
(গ) জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
(ঘ) বাংলা একাডেমি

৩। কোন শিক্ষোপকরণটি সস্তা ও সহজলভ্য?

(ক) পাঠ্যপুস্তক
(খ) ওভারহেড প্রজেক্টর
(গ) চকবোর্ড
(ঘ) মানচিত্র

৪। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে?

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
(খ) বাংলা একাডেমি
(গ) শিশু একাডেমি
(ঘ) উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিখন সামগ্রী কি এবং এর গুরুত্ব কি - ব্যাখ্যা করুন।
২. শিখন সামগ্রীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে শিখন সামগ্রী প্রণয়ন নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক।